R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

ফ্রান্স-এর সহযোগিতায় তৈরী
সারদা বাইরন-এর
হোমিও ঔষধ পাওয়া যায়
কেয়ার এণ্ড কিওর হোমিও সেণ্টার
গাড়ীঘাট
রঘুনাথগঞ্জ ★ মুর্শিদাবাদ

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

বিবাহ উৎসবে
ভি, ডি ও ক্যাসেট স্যুটিং
এর জন্য যোগাযোগ করুন—
ষ্টুডিও চিত্রশ্রী
রঘুনাথগঞ্জ :: মুর্শিদাবাদ

৭৬শ বর্ষ ২য় সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১০ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার, ১৩৯৬ সাল। ২৪শে মে, ১৯৮৯ সাল।
নগদ মূল্য : ৪০ পয়সা বার্ষিক ২০৲

এফ সি আই এর কর্তৃত্ব রাজ্য সরকার নেওয়ার পর থেকেই রেশনে বিপর্যয়

বিশেষ সংবাদদাতা : সরকারের ঘরে আগাম টাকা জমা দিয়েও ইণ্ডেণ্ট মতো মাল পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ করেন জঙ্গিপুর মহকুমার ছ'জন ডিস্ট্রিবিউটর। ফলে তাঁদের প্রত্যেকের ২৫/৩০ হাজার টাকা মাসের পর মাস অযথা সরকারের ঘরে পড়ে মার খাচ্ছে তাঁরা জানাচ্ছেন গত ১-৪-৮৯ থেকে এফ সি আই এর হাত থেকে চাল গমের বিলি ব্যবস্থা পঃ বঃ সরকার নিজের হাতে নিয়েছেন. তাঁদের নির্দেশ দেওয়া হয় মাসিক চাহিদা অনুযায়ী তাঁরা ইণ্ডেণ্ট ও ড্রাফট মহকুমা খাদ্য নিয়ামকের দপ্তরে জমা দেবেন সেই অনুযায়ী জেলা খাদ্য নিয়ামকের নির্দেশ মত চাল গম তাঁরা তুলতে পারবেন ও রেশন ডিলারদের বিক্রি করবেন। এই নিয়ম চালু হবার পর থেকেই সেইভাবে টাকা জমা দিয়েও তাঁরা আজ পর্যন্ত ইণ্ডেণ্ট মতো মাল পাননি। ফলে গত তিন হপ্তা থেকে গম দেওয়া বন্ধ রয়েছে। পূর্বে নিয়মানুযায়ী এফ সি আই গুদামের ষ্টক দেখে তাঁরা ইণ্ডেণ্ট দিতেন, কিন্তু এখন সে সুযোগ বন্ধ। মহকুমা খাদ্য নিয়ামক এক সাক্ষাৎকারে জানান, এ অসুবিধা দূর করার জন্য গত ১২ মে রাজ্য খাদ্য দপ্তরে এক জরুরী সভায় এ সবকিছু নিয়ে আলোচনা হয়। সেখানে জানা যায় রাজ্যের (২য় পৃষ্ঠায়)

স্বজনপোষণের মচ্ছব চলছে জঙ্গিপুর পুরসভায়

বিশেষ প্রতিনিধি : জঙ্গিপুর পুরসভার বর্ত্তমান জনপ্রতিনিধিরা স্বজনপোষণের ক্ষেত্রে পঃ বঙ্গের সমস্ত পুরবোর্ডকে পিছনে ফেলে এগিয়ে চলেছেন. অন্যত্র শূন্যপদে নিয়োগের ক্ষেত্রে স্বজন বা স্বদল পোষণের নজির মেলে। কিন্তু জঙ্গিপুর পুরসভা শূন্যপদ বা কর্ম বিনিয়োগ কেন্দ্রের আইনের আড়ালে স্বজনপোষণ করেন না। এঁরা সরাসরি সেক্ষেত্রে পদ সৃষ্টি করে নেন ও কাজুয়াল লেবার হিসাবে নিজের মনোমত ব্যক্তিকে নিয়োগ করে তাঁকে দুপয়সা কামিয়ে নিতে সাহায্য করেন। সম্প্রতি হরিজনদের সারভিস বুক লেখার জন্য একটি পদ সৃষ্টি করে সে পদে কমিশনার উদয় সিংহের মনপসন্দ জঙ্গিপুরের জনৈক রাজকুমার দাসকে মাত্র ২০ জনের সারভিস বুক তৈরীর ভার দেওয়া হয়। রাজকুমার দাসের সারভিস বুক তৈরীর যোগ্যতা আছে কিনা তা দেখা হয়নি বলে অভিযোগ। তাঁর যোগ্যতা থাক না (শেষ পৃষ্ঠায়)

সি পি এমের বিরুদ্ধে গণবিক্ষোভের নেতৃত্ব দিলো ফঃ বঃ

বিশেষ প্রতিবেদক : সি পি এমের অত্যাচারে ও দমন মূলক সন্ত্রাশের প্রতিবাদে সমসেরগঞ্জ থানা এলাকার মানুষকে সংঘবদ্ধ করেন সাতপার্টি জোট। তাঁদের ঐক্যবদ্ধ গণ আন্দোলনকে ভেঙ্গে দিতে শাসক পার্টি সি পি এমের নির্দেশে সাতজোটের রাস্তা অবরোধে পুলিশ ও প্রশাসন পৈশাচিক দমনপীড়ণ চালায়। বেশকিছু নেতাকে গ্রেপ্তার করে তাঁদের বিরুদ্ধে নানান ধরনের কেস রুজু করে পুলিশ প্রশাসন। আন্দোলনকারীদের উপর দমনপীড়ণ চালানোর নেতৃত্ব দেন মহকুমা শাসক, মহকুমা পুলিশ প্রশাসক স্বয়ং। তারই প্রতিবাদে গত ৩ মে বিশাল এক মিছিল রঘুনাথগঞ্জের পথ পরিক্রমা করে হাজির হয় মহকুমা শাসকের অফিস চত্বরে। সেখানে বক্তব্যে প্রাক্তন বিধায়ক জেরাত আলী, ইউসুফ হোসেন, অচিন্ত্য সিংহ, রেণুপ্রিয় সেন, ষষ্ঠী ঘোষ, আবদুর রব প্রভৃতি বিভিন্ন দলের নেতারা (২য় পৃষ্ঠায়)

চোরাচালানের ঘাঁটি দখলে রাজনৈতিক দলগুলির লড়াই

বিশেষ প্রতিবেদক : জঙ্গিপুর উপ বিভাগের সীমান্ত অঞ্চলে নানা পথে ভারত-বাংলাদেশে চোরাচালান প্রশাসনিক বাধা সত্ত্বেও সমানে চলছে। ধুলিয়ান, নিমতিতা, নুরপুর, অরঙ্গাবাদ, খেজুরতলা, কুলগাছি, খামড়া প্রভৃতি পথগুলিতে চোরাচালানকারীদের ঘাঁটির রমরমা। পুলিশ প্রশাসন বর্তমান এস ডি ও-র কর্মতৎপরতায় বাধ্য হয়ে ধর-পাকড় শুরু করেছেন। গত ১১ মে ভোরে সুতী থানার নুরপুর ঘাট হয়ে বাংলাদেশ থেকে পাচার হয়ে আসা ১২২৫টি ইলেকট্রনিক ঘড়ি পুলিশ আটক করে। পুলিশের তাড়া খেয়ে পাচারকারী দলটি সাইকেল ও ঘড়ির ব্যাগ ফেলে রেখে গা ঢাকা দেয়। আটক করা ঘড়ির মূল্য এক লক্ষ টাকার বেশী বলে জানা যায়। এর কয়েক দিন পরই পুলিশী তৎপরতায় আহিরণের কাছে ব্যারেজের গাঙ্গিণ ঘাটে পার করার সময় সুতী থানার ওসি ৫টি ভি সি আর আটক করেন এবং খেজুরতলার এক কুখ্যাত চোরাচালানকারীকে গ্রেপ্তার করেন। অন্য দু তিনজন পালিয়ে যায়। জানা যায় খেজুরতলা ঘাটটিই চোরাচালানকারীদের কাছে প্রকৃষ্ট ঘাট। এই ঘাটের (শেষ পৃষ্ঠায়)

বাজার ছেয়ে গেছে দু'নম্বর ঠাণ্ডা পানীয়ে

ধুলিয়ান : অন্যান্য সব জিনিষের মত দু'নম্বর ঠাণ্ডা পানীয় মহকুমার বাজার ছেয়ে ফেলেছে বলে খবর। জানা যায়, মহকুমার দু'নম্বর কারবারের পীঠস্থান ধুলিয়ানে নকল পানীয়ের এক কারখানা হয়েছে। সেখান থেকে হুবহু এক রকমের লেবেল ও বোতলে থাম্‌স আপ, লিমকা, গোল্ড স্পট প্রভৃতি ব্রাণ্ডের পানীয় অতি অল্প দামে সরবরাহ হচ্ছে দোকানে দোকানে। তারপর যথারীতি (শেষ পৃষ্ঠায়)

পুনরায় জনতা চা : প্রতি কেজি ২৫-০০টাকা
চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ১৬

সর্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১০ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার ১৩৯৬ সাল

বিদ্রোহী কবি নজরুল

'রক্ত ঝরাতে পারি না ত একা/তাই লিখে যাই এ রক্তলেখা' বিদ্রোহী কবি নজরুলের এ মর্মবাণী বিদ্রোহী মনকে আলোড়িত করে। শুধু বিদ্রোহীই নয়, আধুনিক যুগের একজন শক্তিমান কবি কাজী নজরুল। 'বর্তমানের কবি আমি ভাই, ভবিষ্যতের নই নবী'—কবির এই উক্তিতেই আধুনিকতার গন্ধ পাওয়া যায়।

কবি ছিলেন আজীবন সংগ্রামী। কখনও কবিয়াল, কখনও সৈনিক, কখনও সাংবাদিক এবং কখনও বা বিদ্রোহী। বিখ্যাত তিনি 'লেটো' স্বদেশী গান, প্রেমের গান, ভক্তির গান, সঙ্গীত প্রভৃতির জন্য। কবিজীবনে বহুমুখী প্রতিভার সমাবেশ হয়তো বা জীবন যন্ত্রণা ও গভীর উপলব্ধির বাস্তব বহিঃপ্রকাশ। তাঁর কাব্যেই নির্যাতিত দীনহীনের অব্যক্ত বিদ্রোহ সর্বাপেক্ষা সার্থকভাবে বাণী লাভ করিয়াছে। তাঁহার কণ্ঠ তীব্র উন্মাদনায় স্পন্দিত হইয়াছিল। অবিচার, অনাচার ও অত্যাচার প্রপীড়িত সর্বহারা জনগণের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়া প্রতিকারের বলিষ্ঠ দাবি ঘোষণা করিয়াছিলেন। সেই কারণেই তিনি সাধারণ মানুষের নিকট এত সমাদর ও খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। প্রসঙ্গতঃ তিনি লিখিয়াছিলেন, আমার অন্ধত্ব ঘুচে গেল। আমি আমার পৃথ্বীমাতার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দিকে, বাঙলার দিকে, ভারতের দিকে চেয়ে দেখলাম—দৈন্যে, দারিদ্রে, অভাবে, অসুখের পীড়নে জর্জরিত হয়ে গেছেন। তাঁর মুখ চোখে আনন্দ নেই, দেহে শক্তি নেই, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দৈত্যদানব রাক্ষসের নির্যাতনে ক্ষত বিক্ষত।

বাঙলা মায়ের দামাল ছেলে নজরুল। তিনি শুধুমাত্র কবি নহেন—জাগ্রত যৌবনের প্রতীক ; তিনি আপামর জনসাধারণের কবি। আজন্মবিদ্রোহী। নব-নবীনের জয়ধ্বজা উত্তোলনকারী। অন্যায় অসুন্দরকে উচ্ছেদ করিতেই যেন তাঁহার আবির্ভাব। তিনি গাহিয়াছেন :

ধ্বংস দেখে ভয় কেন তোর ?—
প্রলয় নূতন সৃজন বেদন।
আসছে নবীন—জীবন-হারা অসুন্দরে
করতে ছেদন।

কিন্তু আজও কি আমরা 'অসুন্দরে'র অভিশাপ হইতে মুক্ত হইয়াছি? আজও আমাদের মধ্যে হানাহানি, কুৎসিৎ সাম্প্রদায়িকতা, জঘন্য প্রাদেশিকতা আর দলীয় রাজনীতির পঙ্কিল নোংরামি। আজ ত্রিশের দশকের সেই জাগ্রত যুবশক্তি যেন আফিমের মৌতাতে দিনের পর দিন ঝিমাইয়া পড়িতেছে। আজ আমরা সভ্যতার জাতীয়তা মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিতেছি না—আন্তর্জাতিকতার মেকী বুলি কপচাইয়া অশ্লীল ইয়াঙ্কি কালচারের কুৎসিৎ বেলেল্লাপনায় মাতিয়া উঠিতেছি। আজ এই চরম অবক্ষয়ের দিনে পথভ্রষ্ট যুবসমাজকে নূতন করিয়া 'অগ্নিবীণা'র অগ্নিশপথ গ্রহণ করিতে হইবে। একচল্লিশ বৎসরের জীবনমৃত স্বাধীনতার পুনরুজ্জীবন ঘটাইতে হইবে বিদ্রোহের লাল নিশান উড়াইয়া দিকে দিকে রণদামামা বাজাইয়া বিদ্রোহী কবির নবমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া :

'লাল পলটন মোরা সাচ্চা
মোরা সৈনিক, মোরা শহীদান বীরবাচ্চা',
মীর জালিমের দাঙ্গায়।
মোরা অসি বুকে ধরি' হাসি মুখে মরি
জয় স্বাধীনতা গাই।

সি পি এমের বিরুদ্ধে

(১ম পাতার পর)

মহকুমা শাসক ও এস ডি পি ও-র আচরণের তীব্র নিন্দা করেন। আব্দুস সইদ, সুজিত মুন্সী, নজেদ আলি প্রভৃতি গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা ও কর্মীদের বিরুদ্ধে আনীত মামলা প্রত্যাহার, দোষী পুলিশদের শাস্তি, গঙ্গা ভাঙ্গনের কাজ আরম্ভ, তারাপুর কোম্পানীতে কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে গত ২৬-৪-৮৮-র সিদ্ধান্ত কার্যকরী করার দাবী জানানো হয় এবং এনিয়ে মহকুমা শাসকের সঙ্গে আলোচনাও করা হয়। তাঁরা জানান, সত্বর দাবী না মিটলে সাতজোট বৃহত্তম আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবে। প্রস্তুতি হিসাবে ১৩ মে বেনিয়াগ্রামে, ১৬ মে গাজিনগর মালঞ্চা, ১৫ মে কাঁকুড়িয়া, ১৮ মে অর্জুনপুর, ২১ মে অরঙ্গাবাদে পথ সভা করা হয়। পরবর্তীতে তাঁরা সিদ্ধান্ত নেন এতেও যদি কাজ না হয় তবে ২৩ মে সমসেরগঞ্জ থানা অবরোধ করা হবে। টি ইউ সি সির নেতা রৌশন আলি এক সাক্ষাৎকারে আমাদের প্রতিনিধিকে জানান সমসেরগঞ্জ থানার ওসি নগ্নভাবে সি পি এমের নির্দেশে কাজ করছেন। তার উপর তিনি অন্য যে কোন দলের ও ট্রেডইউনয়ন নেতাদের গণতান্ত্রিক আন্দোলন ভেঙ্গে দিতে চণ্ডনীতির আশ্রয় নিচ্ছেন, মিথ্যা কেসে জড়িয়ে নেতা ও কর্মীদের শায়েস্তা করার পথ নিচ্ছেন। সি পি এমের দলীয় নেতৃত্বকে খুশি রাখতে তাঁরা যা বলছেন তিনি তাই করছেন। এমন কি সি পি এম সমর্থক না হওয়ার অপরাধে নিরীহ নাগরিকদের ডাইরী পর্যন্ত নিচ্ছেন না। এরই প্রতিবাদে ফরওয়ার্ড ব্লক সমসেরগঞ্জ থানা অবরোধের ডাক দিয়েছে। ফরওয়ার্ড ব্লক সাতপার্টি জোটের সহায়তায় গত ২৩ মে তাঁদের কর্মসূচী রূপায়নে নেতৃত্ব দিলে দিকে দিকে অত্যাচারিত জনগণ তাঁদের সঙ্গে হাত মিলান। বিভিন্ন এলাকা থেকে বিক্ষুব্ধ মানুষের মিছিল এসে মিলে পটলবাবুর মাঠে। সেখান থেকে ক্ষুব্ধ মানুষের বিশাল এক মিছিল শহর পরিক্রমা করে বিকাল ৫টা নাগাদ থানায় প্রবেশ করে। ফরওয়ার্ড ব্লকের এই মিছিল সি পি এম সমর্থকদেরও অবাক করে দেয়। থানা চত্বরে জেলা সম্পাদিকা ছায়া ঘোষ, রাজ্য কমিটির সদস্য জয়ন্ত রায়, লোকাল কমিটির সম্পাদক ইউসোফ হোসেন, সমসেরগঞ্জ থানার ওসি এবং পুলিশের একাংশের জঘন্যতম অন্ধ সি পি এম সমর্থনের ও জনগণের উপর তাদের অত্যাচারের সবিস্তার বর্ণনা দেন। তাঁরা বলেন, এই থানায় সম্প্রতি খুন জখম, রাহাজানি, চোরাচালান প্রভৃতি নানান অসামাজিক ক্রিয়াকলাপের জন্য দায়ী ওসির গাফিলতি। থানা আজ সি পি এমের পার্টি অফিস। সমসেরগঞ্জের সি পি এম দল এখন পুরোপুরি পুলিশ ও মস্তানের উপর নির্ভর করে চলছে। সন্ধ্যার পর ষ্টেশনে বা পাকুড় রোডে মানুষ নিশ্চিন্তে চলাচল করতে পারে না। এই সোনার খনি থানা ছেড়ে ওসি যেতে চান না। সি পি এমের সহায়তায় তাঁর আরো এক বছর এখানে থাকার আদেশ হওয়ায় তিনি এখন ওই দলের বশংবদ হয়ে পড়েছেন বলে বক্তারা অভিযোগ করেন। তাঁরা বলেন, কয়েকজন ধান্দাবাজ ও দুর্নীতি পরায়ণ ব্যক্তিকে রাত দিন থানায় বসে থাকতে দেখা যায়। তাদের প্রাক্তন চরিত্র সম্বন্ধে সকলেই অবহিত। তারাই এখন সি পি এমের নেতৃত্বে রয়েছেন। সভা চলাকালীন ইউসুফ হোসেন, সুজত মুন্সী, রৌশন আলী, অশোক সিং, খাজেম আলি ও দীপক তলাপাত্রের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল এস ডি পি ও-র কাছে ডেপুটেশন দেন। এস ডি পি ও শ্রীপাণ্ডা ও সি আই অব পুলিশ তাঁদের কাছ থেকে স্মারকলিপি গ্রহণ করে সমস্ত দাবীর তদন্ত করে দোষত্রুটি দূর করার আশ্বাস দিলে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। আন্দোলনকারীদের এক মুখপাত্র জানান, যদি স্মারকলিপি অনুযায়ী সুষ্ঠু ব্যবস্থা না করা হয় তবে তাঁরা আগামীতে ব্যাপকতর আন্দোলনের পথে যেতে বাধ্য হবেন এবং তারজন্য দায়ী থাকবেন মহকুমা শাসক ও পুলিশ প্রশাসন।

রেশনে বিপর্যয়

(১ম পাতার পর)

প্রয়োজন ৮০,০০০ মেট্রিকটন গম ; কিন্তু কেন্দ্রীয় পুল থেকে দর এর দশমাংশও সরবরাহ পাওয়া যায়নি ; তবে শোনা যাচ্ছে ৩৬ হাজার মেট্রিকটনের কয়েকটি রেক খুব শীঘ্র এসে পৌচাচ্ছে। ওগুলি যদি ঠিক ও সঠিক সময়ে আসে তবে (শেষ পৃষ্ঠায়)

বিষ পানে স্বামী ও দুই সন্তানের মৃত্যু

সাগরদীঘি : স্থানীয় থানার চাঁদপাড়া গ্রামের মেরাজ সেখের স্ত্রী ঝগড়া করে সম্প্রতি বাপের বাড়ী চলে যায়। মেরাজ স্ত্রীকে আনতে গেলে সে আসে না। মেরাজ বাড়ী ফিরে চারটি ছেলেকেই বিষ খাওয়ায় ও নিজে খায়। বিষ ক্রীয়ার স্বল্পতায় দুটি ছেলে বেঁচে গেলেও অপর দুটি ছেলে ও মেরাজ মারা যায়।

গম ভাঙা মেসিন বিক্রী

মিঞাপুর রেল ক্রশিং এর নিকট চাউলপট্টিতে সদর রাস্তার উপর একটি চালু গম ভাঙা মেসিন জায়গাসহ বিক্রী হবে। যোগাযোগ করুন।

শিবশঙ্কর মেডিক্যাল হল
মিঞাপুর চাউলপট্টি

জায়গা বিক্রী

উমরপুর ও মঙ্গলজনের মাঝামাঝি ৩৪নং জাতীয় সড়কের উপর ফরাক্কা যেতে ডানদিকে ২১½ শতক জায়গা বিক্রী আছে। যোগাযোগের ঠিকানা—

ভূপতিভূষণ সাহা
পোঃ আহিরণ
জেলা মুর্শিদাবাদ

NTPC
নেশনল থর্মল পাবর কারপোরেশন

National Thermal Power Corporation Ltd.

(A GOVERNMENT OF INDIA ENTERPRISE)

Farakka Super Thermal Power Project

P. O. NABARUN : DIST. MURSHIDABAD (W. B.)
PIN : 742236

Ref. No. FS : 42 : O & M : C : 89-90 : 11

Sealed tenders are invited from experienced Contractor, for the following work. Tender documents can be had in person showing the registration and credentials from the office of the undersigned during working hours of the date mentioned for sale of documents on payment of cost of tender documents.

The documents will be on sale from 9-00 hrs. to 12-00 hrs. and 14-30 hrs. to 16-00 hrs. Tender will be received upto the tender opening date and time as indicated below and will be opened immediately thereafter in presence of the attending tenderers of their authorised representatives :

Sl. No.	Name of work	Approx value of work	Amt. of EMD/ Cost of tender paper	Completion period	Date and time of opening
1.	Annual contract for cleaning ESP, Economiser, APH, Bottom ash hoppers of Unit I & II	Rs. 5,80,000/-	Rs. 11,600/- Rs. 50/-	12 months	16-6-89 at 15-00 hrs.

TERMS AND CONDITIONS :

1) Tender documents will be available from 29-5-89 to 15-6-89
2) Proof of registration, latest tax clearance certificates and other credentials are to be shown at the time of obtaining tender forms and should be submitted alongwith the tender.
3) Interested parties are advised to visit site for familiarise with the site conditions.
4) Tenders received late & or without earnest money will not be entertained. Adjustment of earnest money against running account bill is not acceptable and earnest money to be submitted in any of the acceptab e form as mentioned in the tender paper. Tenderers registered with any other project of NTPC are not exempted from depositing EMD The tenders must be accompanied by requisite earnest money in prescribed form. Earnest money of Rs. 11,600/- enclosed should clearly be written on the top of envelope containing tender paper, failing which the tender(s) may not be opened and will be returned to the tenderer(s).
5) NTPC takes no responsibility for delay or non-receipt of tender documents sent by post.
6) The authority of acceptance of any offer in part or in whole or dividing the work amongst more than one party solely rests with NTPC. NTPC does not bind itself to accept the lowest offer or any offer & reserves the right to cancel any or all the offers without assigning any reason.
7) Tender paper will be issued to those party who has executed such type of labour oriented cleaning job of value not less than 3.0 lakhs.

SUPDT (O & M/MTP)
FSTPP/NTPC

জঙ্গিপুর পুরসভা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

থাক উদয় সিংহের সুপারিশই তাঁর প্রধান যোগ্যতা। খবরে প্রকাশ, ঐ কাজের জন্য শ্রীদাস দৈনিক ২০ টাকা হিসাবে ৬০০ টাকা বিল জমা দেন। যতদূর জানা যায় ওয়েষ্ট বেঙ্গল পুর সারভিস রুলে বাইরের অর্থাৎ ক্যাজুয়াল লোক দিয়ে সারভিস বুক তৈরী করা নিষেধ আছে। তারজন্য নাকি আলাদাভাবে প্রশিক্ষণও নিতে হয়। কিন্তু জঙ্গিপুর পুরসভা ও সবের তোয়াক্কা না করে পূর্বে জনৈক অবসর-প্রাপ্ত সরকারী কর্মী বর্তমানে যিনি পুর অফিসের হেডক্লার্ক সুধীর দাসকে দৈনিক ২০ টাকা ভাতায় দীর্ঘ দু'বছর ধরে একাজ করান। জানা যায়, সুধীর দাস নাকি বর্তমান পুরপতির খুব কাছের মানুষ। তাঁকে হেড-ক্লার্কের পদে নিয়োজিত করার পর আর একজন অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী জঙ্গিপুরের অমল চ্যাটার্জীকেও ঐ কাজের জন্য উক্ত ভাতা দিয়ে নিয়োগ করা হয়। বারবার এভাবে নতুন নতুন লোক নিয়োগ করে সার-ভিস বুক লেখানর পেছনে কি রহস্য লুকিয়ে আছে পুরবাসীরা জানতে না পারলেও তাঁদের টাকা নিয়ে যে নয়ছয় চলছে সে ব্যাপারে তাঁদের ধারণা পরিষ্কার। উক্ত রাজকুমার দাসকে পরে শহরের নতুন বিল্ডিং এর ট্যাক্স নির্দ্ধারণের নোটিশ বিলির কাজে নিয়োগ করা হয় নতুন আর একটি পদ অপ্রয়োজনে সৃষ্টি করে। দু'পারে ট্যাক্স আদায়ের কাজে অনেক আগে থেকেই দু'জন ক্যাজুয়াল কর্মী নিযুক্ত আছে বলে জানা যায়। নোটিশ বিলির জন্য শ্রীদাস দৈনিক ২০ টাকা হিসাবে ৮ দিনের বিল জমা দিলে পুরসভা নাকি তার ৬ দিনের বিল মঞ্জুর করেন। ঐ কাজ শেষ হওয়ার সাথে সাথে শ্রীদাসের চাকরি টিকিয়ে রাখতে আরও একটি পদ পুনরায় অপ্রয়োজনে সৃষ্টি করে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। আবহাওয়াদূষণ মুক্ত করার কাজে বা খাস জমি বেদখল প্রভৃতি ব্যাপারে রিপোর্ট দিতেই নিয়োগ করা হয়েছে রাজকুমার দাসকে। যদিও ঐ একই কাজে বিতর্কিত কমিশনার দিলীপ সাহার সুপারিশ মত তাঁর বাঞ্ছিত লোক জঙ্গিপুর শহরের অমিতাভ দাসকে নিয়োগ করা হয়েছে ২০ টাকা রোজে প্রায় এক বছর থেকে। এ সব নিয়োগের ক্ষেত্রে একমাত্র স্বজন পোষণের মনোভাবই নগ্নভাবে ফুটে উঠে। জঙ্গিপুর হরি-সভার কয়েকজন অভিযোগ করেন, রাজকুমার দাসের পরিবারের সাথে কমিশনার উদয় সিংহের খুবই মাখা-মাখি সম্পর্ক আছে। সে কারণেই রাজকুমারের উপর তাঁর এত দুর্বলতা।

কবি প্রণাম

ফরাক্কা : গত ২৫শে বৈশাখ বিশ্ব-কবির ১২৭তম জন্মজয়ন্তী স্মরণে সারা ভারতের সঙ্গে ফরাক্কাও উৎসবে মেতে উঠে। প্রভাতফেরীতে অংশ নেন ফরাক্কা তরুণ তীর্থের ছোট ছোট ভাই-বোনেরা এবং ঐক্যতান সংস্কৃতি সংস্থার সদস্যগণ। প্রভাতফেরীর সঙ্গে সঙ্গে তারা আবৃত্তি, গান ও পথ-নৃত্য পরিবেশন করে। সন্ধ্যায় রিক্রিয়েশন হলে রিক্রিয়েশন সেন্টারের পরিচালনায় একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানে আবৃত্তি, রবীন্দ্র সঙ্গীত এবং রবীন্দ্র কাব্যের উপর আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

সাগরদীঘি : স্থানীয় ব্লকের বালিয়া গ্রামে গত ২৫ বৈশাখ বালিয়া নেতাজী সংঘ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ১২৭তম জন্ম-জয়ন্তী উদ্‌যাপন করেন। আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় ক বিভাগে মনিদীপা মৈত্র, নুরবানু খাতুন ও অমৃতা মৈত্র শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করে পুরস্কৃত হন। খ বিভাগে শ্রেষ্ঠ হন আরতি সাহা, সাধন সাহা ও অমিত সাহা। প্রাত্যহিক জীবনে রবীন্দ্রনাথ আলোচনা চক্রে ৫ জন ও হাস্যকৌতুকে ৩ জন শিল্পী অংশ গ্রহণ করেন।

রাজনৈতিক দলগুলির লড়াই

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সর্বময় কর্তা মহসীন ডাটা কংগ্রেসের একজন পুরাতন সমর্থক। খেজুরতলা গ্রামটিতে যারা এপার ওপার বাংলায় কারবার চালাতো তারা সকলেই ছিল কংগ্রেস সমর্থক। এবং জঙ্গিপুর উপ-বিভাগের সব কটি চোরা পথের গ্রাম-গুলি বহুকাল থেকে কংগ্রেসের দখলে ছিল। সম্প্রতি স্বর্ণ প্রসবিণী এই অঞ্চলগুলি অর্থ নৈতিক কারণে দখলে রাখতে কংগ্রেস দল ও বামপন্থী দল-গুলি বিশেষ করে সি পি এম দল তৎপর হয়ে উঠে। ফলে খেজুরতলার চোরা চালানকারী দলটিতে ভাঙ্গন ধরে এবং বেশ কিছুদিন ধরে কংগ্রেস ও সি পি এমের মধ্যে বোমাবাজী চলছে। জানা যায় মহসীন ডাটা বর্তমানে পলাতক। তার বেশির ভাগ সাকরেদ সি পি এম দলে যোগ দিয়েছে। প্রচণ্ড সংঘর্ষের ফলে গত ৮ মে কংগ্রেস সমর্থকদের ১০/১২টি ঘর ভাঙচুর হয়। পুলিশ এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ১০ মে খেজুরতলায় হানা দিয়ে সি পি এম সমর্থক বলে কথিত ৮ জনকে গ্রেপ্তার করে।

গনকর ডাকঘরে রহস্যজনক চুরি !

রঘুনাথগঞ্জ : স্থানীয় থানার গনকর ডাকঘরে গত ১৭ মে রাত্রে এক রহস্যজনক চুরি হয়। দুষ্কৃতকারীরা নৈশপ্রহরীকে বেঁধে অফিস ঘর খুলে লোহার সিন্দুক ভেঙ্গে নগদ টাকা পয়সা লুঠ করে। মোট ৩৭০০ টাকার মত চুরি গিয়েছে বলে হিসাবে দেখা যায়। দুর্বৃত্তরা ষ্ট্যাম্প বা অন্য কোন কিছু নিয়ে যায়নি। তবে রেজিষ্ট্রী কয়েকটি চিঠি ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে যায়। পরের দিন পুলিশ খবর পেয়ে তদন্তে আসে। পুলিশের সূত্রে জানা যায় নৈশপ্রহরীর জবানবন্দীতে মিল পাওয়া যায় না। তাঁকে যে দড়ি দিয়ে বাঁধা হয় তাও শক্ত নয়। তার উপর দুষ্কৃতকারীরা চলে গেলেও তিনি কোন চিৎকার চেঁচামেচি করেননি। এমনকি গ্রামের স্বেচ্ছারক্ষী বাহিনীর লোকদেরও কিছু জানাবার চেষ্টা করেননি। পুলিশ আরো জানায়, টেলিফোন চালু থাকা সত্ত্বেও নৈশপ্রহরীর থানাকে কোন খবর না জানানো বেশ রহস্যজনক। এখনও কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। ১৯ মে নৈশপ্রহরীকে ডাক কর্তৃপক্ষ সাময়িক ভাবে বরখাস্ত করেছেন বলে জানা যায়।

রেশনে বিপর্যয়

(২য় পৃষ্ঠার পর)

আপাততঃ দুর্যোগ কেটে যাবে। তবে আশার কথা জঙ্গিপুর মহকুমার ফুড গুদামে বর্তমানে ২২০০ টন চাল মজুত আছে। ফলে চালের বিপর্যয়ের আশংকা আপাততঃ নেই। গমের ক্ষেত্রেও মহকুমায় দুট ফুড গুদামের রঘুনাথগঞ্জে ১২০০ কুঃ এবং সমসেরগঞ্জে ১৬০ কুঃ মজুত ছিল কিন্তু হঠাৎ জি-আর-এ বিলি করে দেওয়ায় গমের এই আকাল দেখা দিয়েছে। চিনি এখনও এফ সি আই এর হাতে থাকায় পরিস্থিতি মোটামুটি ভাল। তবে যদি কেন্দ্রীয় পুল থেকে সঠিক সময়বাহ না পৌঁছায় তবে চাল চিনির আকাল দেখা দেবে বলে জানা যায়। খাদ্য দপ্তর জানান, কলকাতার পরিস্থিতিও ভাল নয়। সেখানে বিধিবদ্ধ রেশন এলাকাতেও সম্পূর্ণ রেশন দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

শেষ খবর : খাদ্য পরিস্থিতির ব্যাপারে জঙ্গিপুরের কনট্রোলার অব ফুড জানাচ্ছেন, সাবডিভিশন্যাল ষ্টক থেকে ডিষ্ট্রীক্ট কনট্রোলারের নির্দ্দেশে চাল অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ায় এই সপ্তাহে জঙ্গিপুর মহকুমায় রেশনে চাল সম্পূর্ণ বন্ধ। আগামী সপ্তাহ থেকে ইউনিট পিছু ১০০ থেকে ১৫০ গ্রাম চাল দেওয়া হবে। অন্যদিকে মহকুমায় ২২০০ কুঃ গম এসে পৌঁচেছে। আরো ১০০০ কুঃ আসছে। এই পরিস্থিতিতে বর্তমান সপ্তাহ থেকে ইউনিট পিছু ২০০ গ্রাম করে গম দেওয়া হচ্ছে।

দুনম্বর ঠাণ্ডা পানীয়

(১ম পাতার পর)

আসলের সিডিউল্ড দামে তা বিক্রি হচ্ছে। নকল পানীয়ের বোতল নাকি কারখানা থেকে পাওয়া যাচ্ছে ২৪ বোতল ১৮ টাকা দরে। বিক্রি হচ্ছে প্রতি বোতল তিন টাকায়। মহকুমার বিভিন্ন বাসষ্ট্যাণ্ডের চা-পানের দোকানে এগুলি বিক্রি হচ্ছে আর এই গরমে তা পান করে মানুষের মধ্যে রোগ ছড়াচ্ছে। পুলিশ এসব জেনেও অদ্ভুতভাবে চুপ-চাপ রয়েছে। শোনা যাচ্ছে কোথাও কোথাও এই পানীয়ের সাথে চুল্লু জাতীয় তরল নেশার সামগ্রী মিশিয়ে খদ্দেরদের সরবরাহ করছেন বেশ কিছু দোকানদার। লোকঠকানো এই ব্যবসা গ্রীষ্মের দাবদাহে মহকুমায় রমরমিয়ে উঠেছে বলে খবর।

সুযোগ নিন। এখন থেকে ঘরে বসেই আপনার দেয় করের (Tax) রিটার্ণ, আইনানুগ হিসাব (Accounts) সংরক্ষণ এমন কি অডিট কারয়ে নিন।

যোগাযোগ—

শঙ্খনাথ চ্যাটার্জী

প্রযত্নে বিশ্বপতি চ্যাটার্জী

পাকুড়তলা ॥ রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হতে
অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত